কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার • ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, জুলাই ২০১৭

মতবিনিময় সভা

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ: চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয়

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণের ফলে অর্জনসমূহ ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ১২ জুন ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিসেফ'র এডুকেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ মহসিন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান। এছাড়াও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও দাতাসংস্থার প্রতিনিধিরা এ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এ সভায় ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ঝরেপড়ার হার কমে ৪৭% থেকে ২০%-এ নেমে এসেছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও পরিচর্যা করে শিখন উপযোগী করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নত হচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য কমে আসছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি পিইডিপি ৪-এর নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের বাতিঘর। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন রয়েছে। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্যই আমরা সবাই কাজ করছি। কিন্তু বিগত ৩ বছরে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার হার আর কমানো যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে, তা উত্তরণের জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ভালো কাজ করতে পারে। আমি মনে করি, বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার, এনজিও, কমিউনিটি সকলেরই একসঙ্গে কাজ করা দরকার। সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এ লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ অনেক ভালো কাজ করতে পারে। গণসাক্ষরতা অভিযানের এ উদ্যোগ সফল হোক, সম্প্রসারিত হোক, আমি এই কামনা করি।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করছে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষক্ষেত্রে কমিউনিটির দৃঢ় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কমিউনিটির মতামতের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এডভোকেসি ও ধারণা উন্নয়নে কাজ করা যাবে। কমিউনিটির অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা পিইডিপি ৪-এর নকশা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারব। প্রাথমিক শিক্ষায় কমিউনিটির অংশগ্রহণের ফলে যেসব অর্জন হয়েছে এবং যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে আজকের সভায় তা তুলে ধরা হবে। আশা করি এসব মতামত জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল

সভাপ্রধানের বক্তব্য রাখছেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন ইউনিসেফ'র এডুকেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ মহসিন

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান

ইউনিসেফ'র এডুকেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ মহসিন বলেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজের ক্ষেত্রগুলোর বিস্তার ঘটাতে হবে। এ কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝরেপড়ার হার হ্রাস পেয়েছে, বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিসেফ'র যেহেতু কমিউনিটি নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই সরকারি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আমরাও কমিউনিটির ভূমিকা তুলে ধরতে পারব বলে আশা রাখি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান বলেন, আমি প্রত্যাশা প্রকল্পের মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ছিলাম। আমি দেখেছি, জনঅংশগ্রহণের ফলে প্রকল্প এলাকার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ, খেলাধুলার জন্য মাঠ ভরাট, ফুলের বাগান করা, শ্রেণিকক্ষ সাজানো, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত এসেম্বলি, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, মা সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এ সভার সূচনা বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কমিউনিটির উদ্যোগের ফলে ৩২টি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় যে উন্নয়ন হয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষায় বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে, দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুরূপ উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম, অর্জনসমূহ এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কমিউনিটির সক্রিয় উদ্যোগের ফলে বর্তমানে স্লিপ ও ইউপেপ-এর অর্থের যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে। এসএমসি-পিটিএ ও অন্যান্য কমিটি সক্রিয় হয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এসব বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। ধীরে ধীরে এসব কিছু সংশ্লিষ্ট সকলের অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

এরপর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর প্রতিনিধিসহ অংশগ্রহণকারীদের দলীয় মতামতের ভিত্তিতে এ কাজের নিম্নলিখিত অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়।

অর্জনসমূহ

স্থানীয় কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়-দায়িত্ব পালনের পক্ষে অন্তরায়গুলো দূরীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসএমসি'র সভা, মা সমাবেশ নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে এবং এসব সভায় বিদ্যালয়ের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও স্থানীয়ভাবে সমাধানের ব্যাপারে নানাবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। এর ফলে :

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীসহ শিশুদের মোট ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।
- বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ ভরাট করা, ফুলের বাগান করা হয়েছে।
- পাঠসহায়ক শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।
- সহপাঠক্রমকি কার্যক্রম যেমন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজন করা হয়।
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং পাঠসহায়ক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।
- বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র, ফ্যান, ফিল্টার, খেলাধুলার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
- প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ

এখন পর্যন্ত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সার্বিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে যথাযোগ্য লোক নির্বাচিত হতে পারেন না। যারা নির্বাচিত হন তারা যথাযথভাবে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন না কিংবা তাদের অযাচিত প্রভাবে সভাসমূহে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না।
- কমিউনিটির সকল মানুষ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, কর্মকৌশল কিংবা অপারেশনাল ম্যানুয়াল বা নির্দেশনা সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন।
- শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কখনও কখনও বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ কমিউনিটির অংশগ্রহণকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করেন এবং যথাযথ মূল্যায়ন করেন না, যা প্রকারান্তরে জনঅংশগ্রহণের বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করে।
- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা ও আন্তরিকতার অভাব নানাভাবে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়।

শিক্ষণীয় দিক

- জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো সাধারণ বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব।
- পরিকল্পনা সভার মাধ্যমে যেমন একদিকে এলাকার সমস্যা তুলে ধরা সম্ভব অন্যদিকে স্থানীয় সম্পদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব।
- শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ কমিটি, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং ইউপি সদস্যরা নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য অবহিত থাকলে, বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক শিখন নিশ্চিত করা হলে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ হবে, উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে এবং শিশুরা আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিখবে।
- স্থানীয় জনসাধারণকে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম এবং এর সুফল সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করা হলে তারা এ কার্যক্রমের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করবে।

সুপারিশমালা

- দেশের সকল বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা দরকার।
- স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- উপজেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- মিডিয়া ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম নিয়ে এডভোকেসি জোরদার করতে হবে।
- ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কার্যকর রাখা ও নিয়মিত সভা আয়োজনের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি এবং এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দের জন্য এডভোকেসি করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া।
- শিক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন যাতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজে সহায়তা করে তার সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।
- উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন ও পরিচালনা করা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন জরুরি।

উর্মিলা সরকার

বেইসলাইন প্রতিবেদন

মোনাখালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

মুজিবনগর, মেহেরপুর

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্মএলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মোনাখালী ইউনিয়নের ২০১৪ সালে জরিপ কাজের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মোনাখালী ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৫,২৩২টি এবং জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৯,৫৩৯ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৩.৭৩ জন, মোট শিক্ষার্থী ছিল ৪,৮০২ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ২,১৮৫ জন এবং ছেলে ২,৬১৭ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ২,৬৪০ জন (মেয়ে ১,২৩৮ জন, ছেলে ১,৪০২)। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ২,৬০০ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ১,২২৭ জন এবং ১,৩৭৩ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	৮১৫	৮৮৩	১,৬৯৮	৪৮.০০
৬ – ১২ বছর	১,২৩৮	১,৪০২	২,৬৪০	৪৬.৮৯
১৩ থেকে ১৮ বছর	৯৭৫	১,২০৩	২,১৭৮	৪৪.৭৬
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৪,৯৫৫	৪,৫৬৮	৯,৫২৩	৫২.০৩
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,১১০	১,৪১৯	২,৫২৯	৪৩.৮৯
৬০+ বছর	৪১৩	৫৫৮	৯৭১	৪২.৫৩
মোট:	৯,৫০৬	১০,০৩৩	১৯,৫৩৯	৪৮.৬৫

তথ্যসূত্র: মোনাখালী ইউনিয়ন খানাজরিপ, এপ্রিল ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী মোনাখালী ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ৩৫ জন। অনার্স পাস করেছেন ১১৮ জন, ব্যাচেলর বা স্নাতক পাস করেছেন ২১৯ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৮০৫ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,৩২৯ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,২৩৭ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,১৯২ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,০৭৯ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৪,৩৭৩ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)				
৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,৩৭৩	১,২২৭	২,৬০০	৯৮.৪৮
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু	২৯	১১	৪০	১.৫২
মোট:	১,৪০২	১,২৩৮	২,৬৪০	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,০৩১	৯৫৪	১,৯৮৫	৯৯.০৫
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৪৪৪	১,৩১১	২,৭৫৫	৯৮.৪৬
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৭১	৮৪	১৫৫	২৩.১৩

তথ্যসূত্র: মোনাখালী ইউনিয়ন খানাজরিপ, এপ্রিল ২০১৪

বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মোনাখালী ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৪০ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১১ জন করে রয়েছে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১০ জন ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৫২ জন (মেয়ে ২০, ছেলে ৩২) প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৩৪ জন (মেয়ে ১৬, ছেলে ১৮) বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৬৫.৩৮ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৮৪.২১ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭০.২ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ২৪.৫ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৪.৩ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ১ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

মোনাখালী ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৬৪১ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৩২৪ জন এবং ছেলে ৩১৭ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৯৬ জন (মেয়ে ২৩৯, ছেলে ২৫৭)। তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ৪৮১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০৩ জন মেয়ের বিপরীতে ২৭৮ জন ছেলে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে মোট ৪০১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২১১ জন ছেলের বিপরীতে ১৯০ জন মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৩৬৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯২ জন ছেলের বিপরীতে ১৭২ জন মেয়ে।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

মোনাখালী ইউনিয়নের ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৫৬.৩ শতাংশ। ৫টি আধাপাকা (৩১.৩ শতাংশ) এবং ২টি কাঁচা (১২.৫ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৯টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ৫৬.৩ শতাংশ। ৫টি (৩১.৩ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ২টি (১২.৫ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

মোনাখালী ইউনিয়নের ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ৭৫ শতাংশ। ১টি বিদ্যালয়ে (৬.৩ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ৩টি (১৮.৭ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা নেই।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা						
বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার		বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	১২	৭৫		ব্যবহার উপযোগী	১১	৬৮.৭৫
উভয়েই ব্যবহার করে	১	৬.৩		মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	২	১২.৫
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০		ব্যবহারের অনুপযোগী	০	০
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০		বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৩	১৮.৭		টয়লেট নেই	৩	১৮.৭৫
মোট	১৬	১০০		মোট	১৬	১০০

তথ্যসূত্র: মোনাখালী ইউনিয়ন খানাজরিপ, এপ্রিল ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

মোনাখালী ইউনিয়নে ৫,২৩২টি খানায় মোট ১৯,৫৩৯ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ১৫ শতাংশ পরিবার খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৯.০৫ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের বিবেচনায় মোনাখালী ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৪,৩৭৩ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আবদুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নে ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ৩ মে ২০১৭ তারিখ সিধুলী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সিধুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মাহাবুব আলম মিরন। সভাপতিত্ব করেন সিধুলী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন। সঞ্চালনা করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আমিনুল ইসলাম। এছাড়াও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, ইউপি সদস্য, অভিভাবক, সুধীজন ও জনপ্রতিনিধিরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তোমরা যারা বৃত্তিলাভ করেছ তারা সকলে অবশ্যই ভাগ্যবান। কারণ, আজকে যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছ তারা ভবিষ্যতে এই দেশের কর্ণধার হবে, ডাক্তার হবে, প্রকৌশলী হবে। সর্বোপরি তোমরা দেশের মান উঁচু করবে বিশ্বের সামনে। তাই বলব, আজকে যারা বৃত্তি পেয়েছ তারা অনেক খুশি, অনেক আনন্দিত। এই আনন্দ

ধরে রাখতে হলে তোমাদের অবশ্যই আরো ভালোভাবে লেখাপড়া করতে হবে। এরপর প্রধান অতিথি সিধুলী ইউনিয়নের ৩১ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করেন। একইভাবে ফুলকোচা, ঘোষেরপাড়া ও জোড়খালি ইউনিয়নের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

কমিউনিটির উদ্যোগে বাগবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান বর্ধিতকরণ

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত বাগবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গণসাক্ষরতা অভিযান ও আপউস-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ভিজিটিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে বাগান বর্ধিত করার জন্য স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে আলোচনা করেন। যদিও বিদ্যালয়ে পূর্বে একটি বাগান তৈরি করা হয়েছে। পূর্বের বাগানটি পুরাতন ভবনের সামনে অবস্থিত। এবার সেই বাগানটিকে আরও বাড়ানো হলো। কমিউনিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ে নবনির্মিত ভবনের সামনে আরও একটি বাগান নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে। এতে শিক্ষার্থীরা অনেক আনন্দিত এবং তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমিউনিটির সহায়তায় দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নের দেবেরছড়া গ্রামে অবস্থিত দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি মূল রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং সামনে সুবিস্তৃত মাঠ। দেবেরছড়া গ্রামের মানুষ পূর্বে শিক্ষা সম্পর্কে তেমন একটা সচেতন ছিল না। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় আপউস যখন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলাকার মানুষকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানায় তখন তারা তেমন একটা উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ, এসএমসি'র সঙ্গে সভাসহ অন্যান্য সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ করার পর তারা শিক্ষা সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীর তুলনায় শ্রেণিকক্ষ কম হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ পাঠদান ব্যাহত হয়ে আসছিল। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে বসত। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হতে পারত না। বিষয়টি প্রধান শিক্ষিকা এসএমসি'র সভা ও মা সমাবেশে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করেন। তারা এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে এসএমসি সদস্য, অভিভাবক ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এই সমস্যা সমাধানে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। তাদের এই সহযোগিতার ফলেই দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় বিশ

হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় একটি টিনশেড শ্রেণিকক্ষ। এ কাজের সমস্ত ব্যয় বহন করে স্থানীয় জনগণ। এখন বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থায় কিছুটা হলেও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে এবং শিক্ষার্থীরাও আনন্দের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়া করতে পারছে। এ রকম একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ হওয়ায় শিক্ষকরা খুবই খুশি।

মোঃ আব্দুল হাই

পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার উদ্যোগ

গণসাক্ষরতা আভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। পাঙ্গাসী ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ, আভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, আনন্দময় পরিবেশে শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের নানামুখী সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ ইউনিয়নের পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাকির হোসেন সরকার এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের এই উদ্যোগকে সাদরে গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও শিক্ষকগণ যৌথভাবে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের জন্য এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও শিক্ষকরা যৌথভাবে আট হাজার এবং স্থানীয় কমিউনিটির মাধ্যমে ছয় হাজার টাকা সর্বমোট চৌদ্দ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এ অর্থ ব্যয় করে তারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেন।

তাদের এ কর্মসূচির মাধ্যমে অফিসকক্ষ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষণীয় ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ ও অফিসকক্ষের সামনে ফুলের টব এবং দুটি শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়। রায়গঞ্জ উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আখতারুজ্জামান পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকদের উদ্যোগে বাস্তবায়িত উল্লিখিত কর্মসূচির প্রশংসা করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ৪০ দিনের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মাটিকোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাঙ্গাসী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দেনদরবারের ফলে পাঙ্গাসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালাম ৪০ দিনের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ইউপি সদস্য মোঃ আশরাফুল ইসলামকে এ কাজের দায়িত্ব দেন। ইউপি সদস্য ৪০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে মাটিকোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের কাজ শেষ করেন। বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা খেলাধুলার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দিত। অপরদিকে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের চারপাশে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এ কাজের জন্য তারা এক হাজার ছয়শত ত্রিশ টাকা সংগ্রহ করেন এবং শিক্ষক ও এসএমসি যৌথভাবে দুই হাজার টাকা প্রদান করেন। তারা সর্বমোট তিন হাজার ছয়শত ত্রিশ টাকা ব্যয় করে বিদ্যালয়ের সীমানা বরাবর বনায়ন এবং শ্রেণিকক্ষ ও অকিসকক্ষের সামনে ফুলের টব দিয়ে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের রায়গঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ধানগড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

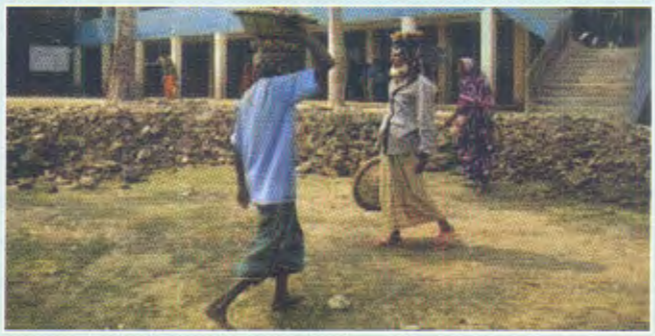

গ্রুপের দেনদরবারের ফলে ধানগড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মীর ওবায়দুল ইসলাম মাসুম ৪০ দিনের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ইউপি সদস্য মোঃ হাসান আলীকে এ কাজের দায়িত্ব দেন। ইউপি সদস্য ৪০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে রায়গঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের কাজ শেষ করেন। বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা খেলাধুলার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দিত।

কমিউনিটির উদ্যোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ফ্যান প্রদান

গণসাক্ষরতা আভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠিত হয়। ধানগড়া ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ, আনন্দময় পরিবেশে শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ের নানামুখী সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে ধানগড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অভিভাবক সদস্য মোঃ ফিরোজ মাহমুদ লালচাঁদ ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে আটঘড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। তিনি দেখেন, বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক ফ্যান না থাকায় শিক্ষার্থীরা গ্রীষ্মের দাবদাহে ছটফট করছে। তিনি এ দৃশ্যের ছবি তুলে ফেসবুকে দেন। ফেসবুকে এ দৃশ্য দেখে রায়গঞ্জ আওয়ামী লীগের শ্রম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোঃ আবুল কালাম আজাদ ফ্যান কেনার জন্য তিন হাজার পাঁচ শত টাকা দেন। এ টাকা ব্যয়ে মোঃ ফিরোজ মাহমুদ দুটি বৈদ্যুতিক ফ্যান ক্রয় করেন এবং আটঘড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের কাছে দুটি ফ্যান হস্তান্তর করেন। প্রধান শিক্ষক তৎক্ষণাৎ শ্রেণিকক্ষে ফ্যান দুটি লাগানোর ব্যবস্থা করেন। এতে শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা খুবই খুশি।

মোঃ শাহ আলম সরকার

কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছে ইউনিয়ন পরিষদ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনার চারটি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ও এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কাজের অংশ হিসেবে ৮ মে ২০১৭ তারিখে পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভা হয়। সভায় আলোচনা হয়, ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দেন হোগলা ইউপি চেয়ারম্যান। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের সহায়তায় খাবারের ব্যয় বহন করবে এবং ইউনিয়ন পরিষদ কৃতী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান করবে। একইভাবে, আগিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভায়ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয়, 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের সহায়তায় কৃতী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান এবং আগিয়া ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অর্থায়নে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে। এ দুটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২২ মে ২০১৭

তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে আলাদাভাবে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম সুজন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন হোগলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম খোকন, আগিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম রুবেল, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ফাতেমা সুলতানা, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আবু রায়হান খান। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত অতিথিরা বলেন, এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কৃতী শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম স্বীকৃতি, যা ঘিরে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনবে।

কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রমের ফলে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম পরিচালনার ফলে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণ করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বিদ্যালয়টি কমিউনিটি থেকে থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। বিদ্যালয়টির অবস্থা এমন ছিল যে, ফ্লোর ভাঙা, ধুলোবালিযুক্ত ক্লাস রুম, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, এমনকি সময়ানুবর্তিতা অনুসরণেও ছিল এক ধরনের শিথিলতা। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষক, এসএমসি ও কমিউনিটির অসচেতনতার ফলে বিদ্যালয়টি ছিল অত্যন্ত নোংরা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি এ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম পরিচালনা হতে থাকে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটি, এসএমসি ও শিক্ষকদের একত্রিত করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কমিউনিটি স্কোর কার্ড। ইন্টারফেস সভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে ১০টি সূচকের মান বৃদ্ধির জন্য কে কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং কী করলে বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নসহ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার

ফলে অভিভাবক, এসএমসি ও শিক্ষকদের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়তে থাকে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি দরদ সৃষ্টি হতে থাকে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাগান তৈরি, রংকরণসহ ছোটখাটো মেরামত করায় বর্তমানে বিদ্যালয়টি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। অত্র বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সকল শিক্ষক ও এসএমসি'র কার্যকর ভূমিকা ছিল।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় আশরাফুলকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় স্কুলে গমনোপযোগী আশরাফুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা আবুল হোসেন। মা মার্জিয়া খাতুন। মা-ই সংসার চালান। তাদের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের উত্তর নলুয়াপাড়া গ্রামে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় আশরাফুলকেও এই বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। মার্জিয়া খাতুন পাহাড়ের বনজঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেন। আর আশরাফুল তা বাজারে বিক্রি করত। এ বিষয়টি নেত্রকোনার দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নজরে আসে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা মার্জিয়া খাতুনকে উৎসাহিত করে আশরাফুলকে নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির উদ্যোগ নেন। তার হাতে তুলে দেন এক সেট নতুন বই। আশরাফুল এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে।

মো. রফিকুল ইসলাম

আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্যান প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে গঠন করে আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রচারাভিযান, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যদের সঙ্গে সভা, মা সমাবেশ ও নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় লক্ষ করেন তীব্র গরমে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করা কষ্টকর। উপরন্তু, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শ্রেণিকক্ষে ফ্যান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওয়াচ গ্রুপকে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে আমদহ ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত সভায় আমদহ ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে বিদ্যালয়ে ফ্যান প্রদানের দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের মধ্য থেকে মোঃ ফারুক হোসেন, মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজিমদ্দিন, মোঃ

ইউনুস আলী, পারুল খাতুন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ মোখলেছুর রহমান, আব্দুল হান্নান প্রমুখ সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলামের কাছে বিদ্যালয়ে ফ্যান প্রদানের অনুরোধ জানান। ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এলাকার ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট ৪০টি ফ্যান প্রদান করেন।

কমিউনিটির লবিংয়ের ফলে বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া গ্রামে শিক্ষানুরাগীদের সহযোগিতায় ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের নামেই নামকরণ করা হয় বিদ্যালয়টির। এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৭ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিদ্যালয়টির সীমানা প্রাচীর না থাকায় নানান সমস্যা হতো। গবাদিপশু ঢুকে পড়াসহ নানান উৎপাত ছিল প্রতিনিয়ত। আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ সমস্যা অনুধাবন করেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ গোলাম কিবরিয়া ও বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মোঃ দরুদ আলীর নেতৃত্বে ওয়াচ গ্রুপের একটি প্রতিনিধি দল আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলামের কাছে বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দাবি জানান। সম্প্রতি ঐ বিদ্যালয়ে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চলতি অর্থবছরের শিক্ষা বাজেট থেকে পঞ্চাশ

হাজার টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের পরিবেশ আরো সুন্দর হয়েছে। প্রাচীর হওয়ায় বিদ্যালয়ের সামনে ফুলের বাগান করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের তালিকা প্রদর্শন

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) যৌথ উদ্যোগে মেহেরপুরের আমঝুপি, আমদহ, মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন পেশাজীবীর সমন্বয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় এই গ্রুপ এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন, শিক্ষার জন্য আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টিসহ বিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা কোনো সময় এককভাবে, কোনো সময় দলগতভাবে বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে সহায়তা করে আসছেন। বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি ও স্টুডেন্ট কাউন্সিল সদস্যদের তালিকাগুলো দৃশ্যমান অবস্থায় না পাওয়ায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে এলাকার ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে উল্লিখিত ৫টি কমিটির সদস্যদের ফোন নম্বরসহ নামের তালিকা টানানোর ব্যবস্থা করেছেন। এর মাধ্যমে এ সকল কমিটির সদস্যরা নিজেদের সম্মানিত মনে করছেন। অপরদিকে এলাকার সকল

অভিভাবক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সহজে চিনতে পারছেন এবং প্রয়োজনে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছেন। এ সকল কমিটির সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

সাদ আহম্মেদ, নাসিরা আক্তার

কমিউনিটির উদ্যোগে গাইবান্ধার চারটি ইউনিয়নে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ও মুক্তিনগর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১৮ মে ২০১৭ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অফিস চত্বরে সাঘাটা ও মুক্তিনগর ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উদয়ন মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুক্তিনগর ও সাঘাটা ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জাবেদ আলী সর্দার ও মো. আইয়ুব হোসেন মণ্ডল। এছাড়াও ইউপি সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

তদ্রূপ, ২৫ মে ২০১৭ তারিখে গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান, গজারিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. ছামছুল আলম ও ফুলছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর মণ্ডল, গজারিয়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো. সাজু মিয়া ও ফুলছড়ি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো. আ. রহিম প্রামাণিক। এছাড়া ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, কলম ও ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. ছামছুল আলম বলেন, এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কৃতী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি আরো বেশি উৎসাহিত করবে। যে সকল শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে তারা পরবর্তী সময়ে আরো ভালো ফল অর্জন করার চেষ্টা করবে। এতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন আরো সুন্দর হবে।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কেরামতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কেরামতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কেরামতিয়া গ্রামে অবস্থিত। এ গ্রামের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে কেরামতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এ বিদ্যালয় এখন অনেকটাই এগিয়ে আছে। এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে কোনো প্রধান শিক্ষক নেই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে আছেন মোছাম্মৎ রাশেদা খাতুন। তিনি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে অত্র বিদ্যালয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্মতৎপরতা থাকার কারণে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত উপকরণ ব্যবহার হচ্ছে, নিয়মিত বিভিন্ন কমিটির মিটিং আয়োজন করা হচ্ছে। মোছাম্মৎ রাশেদা খাতুন বলেন, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, তবে আমাদের অনেক ভুলত্রুটি আছে যা আমরা নিজেরা ধরতে পারলেও সংশোধন করি না। তাই এলাকার সকলের পরামর্শের জন্য আমরা বিদ্যালয়ে অভিযোগ বাক্স দিয়েছি। এতে সুবিধা হচ্ছে, অনেকেই আমাদের বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো লিখে অভিযোগ বাক্সে ফেলেন। আমরা সেই মোতাবেক কাজ করার চেষ্টা করি। এতে আমাদের বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো উঠে আসে এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

কমিউনিটির কার্যক্রমের ফলে এগিয়ে চলেছে সাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলছে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম। শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তেমনি একটি বিদ্যালয়ের নাম সাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ এবং ২০১৬ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ জন। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশাজীবীর সমন্বয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, ঝরেপড়া রোধ, শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার, বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি, পাঠদানে আনন্দদায়ক পদ্ধতি অনুসরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএমসি, স্লিপ ও সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির

কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাজেদা বেগম বলেন, চলতি বছরে স্লিপ-এর টাকা দিয়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন মনীষীদের বাণী ও ছবি প্রদর্শন, বাগান তৈরি করা, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি। এসব কাজে স্লিপ কমিটি ও সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিও অনেক সহায়তা করেছে।

রিতি আক্তার

কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম চলছে। এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ২২ মে ২০১৭ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লালমোহন উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ আশ্রাফ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন ধলীগৌরনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ জিয়াউল হক মাস্টার। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, কলেজের প্রভাষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, সাংবাদিক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা। এ অনুষ্ঠানে অত্র ইউনিয়নের মোট ২৩ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৭ জন ট্যালেন্টপুল ও ৬ জন সাধারণ কোটায়

বৃত্তি অর্জন করে। অতিথিরা বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানের ফলে আগামী বছর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হবে।

কমিউনিটির উদ্যোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘর নির্মাণ

ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে অবস্থিত পশ্চিম কুন্ডের হাওলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৪০ সালে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। বিদ্যালয়টি অনেক সুনামের সঙ্গে চলে আসছিল। কিন্তু মেঘনা নদীর কড়াল গ্রাসে বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এরপর ২০১৪ সালে ধলীগৌরনগর ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে চেয়ারম্যান মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম মিন্টু মিয়া ৫০ শতক জমি ক্রয় করে তিন কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যালয়টি আবার জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ধলীগৌরনগর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি যৌথ উদ্যোগে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে দেনদরবার করে। ফলে ২০১৭

সালে পিইডিপি ৩ থেকে প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে ৬টি শ্রেণিকক্ষ ও ১টি অফিসকক্ষ নির্মাণ করা হয়। এখন শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

কমিউনিটির প্রচেষ্টায় মধ্য চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন

মধ্য চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন ভবন পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে নতুন ভবনের শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণ করছে। ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চরকালী গ্রামে মধ্য চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ১৯৯২ সালে স্থানীয় দানশীল ব্যক্তি আফরোজা বেগমের দানকৃত ৩৯ শতক জমির উপর এলাকার কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় একটি কাঁচাঘরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পাকা ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু দিন দিন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আসন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। এ বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দৃষ্টি এড়ায়নি। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও এসএমসি'র সদস্যদের সঙ্গে আলাচনাসাপেক্ষে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে এ সমস্যা তুলে ধরেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দেনদরবার ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের

অর্থায়নে মধ্য চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এখন খোলামেলা প্রশস্ত জায়গায় পাঠ গ্রহণ করে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ও লেখাপড়ার মান বেড়েছে বহুগুণ। বিদ্যালয়টি বর্তমানে ৫ জন শিক্ষক ও ২৫৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চলছে।

হারুন উর রশীদ, জাকির হোসেন, নাহিদ আহমেদ তারেক

কমিউনিটির প্রচেষ্টায় আকড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম আকড়া। এই গ্রামেরই একটি বিদ্যালয়ের নাম আকড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় ভবনটি পাকা ও দ্বিতল। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও বেশ নিরাপদ। কিন্তু বিদ্যালয় ভবনের সামনে অবস্থিত মাঠটি নিচু থাকায় ভরা মৌসুমে নদীর পানিতে থৈ থৈ করত। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া এবং খেলার মাঠ ব্যবহার করাও বন্ধ হয়ে যেত। দীর্ঘদিনের এ সমস্যাটি সমাধানে ডিএফআইডি'র অর্থায়নে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের মাঠ উঁচু করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটের অর্থ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের মাঠ উঁচু করা হয়। এখন

আর মাঠে পানি জমে না। খেলার মাঠ পেয়ে শিক্ষার্থীরাও খুশি। এ উদ্যোগের পাশাপাশি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অগ্রগতির সোপানে গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নের গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া একটি পিছিয়ে পড়া জনপদ। নিত্য জীবিকার তাগিদে কাজের ব্যবস্থা নিয়েই এখানকার মানুষের যত ব্যস্ততা। এর বাইরে অন্যকিছু ভাবা বা করার প্রবণতা এ এলাকার মানুষের ছিল না বললেই চলে। সোজা কথায় বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকের যে একটা দায়বদ্ধতা আছে এ ধারণা বা সচেতনতা জাগ্রত হয়নি দীর্ঘদিন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের পর গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়ার মানুষ এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন।

এই গ্রামেই অবস্থিত গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক মাত্র তিন জন। সংগত কারণে প্রায়শই কোনো না কোনো ক্লাস বন্ধ রাখতে হতো। এরপর কোনো শিক্ষক ছুটিতে গেলে পাঠদান প্রক্রিয়া আরও গতিহীন হয়ে পড়ত। দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা বিরাজ করছিল। শিক্ষক সংকটের কারণে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছিল। এরকম অবস্থায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ে 'মা' সমাবেশের আয়োজন করে এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা অফিসারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সমাবেশে মায়েরা শিক্ষকস্বল্পতার বিষয়টি সমাধানের জন্য সহকারী শিক্ষা অফিসার হাবিবুর রহমানের নিকট দাবি জানান।

বিষয়টি জানার পর শিক্ষা অফিসার দ্রুততম সময়ে এ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেন। শিক্ষক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি স্থান সংকুলানের জন্য অভিভাবক, শিক্ষকমণ্ডলী, এসএমসি এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে একটি বিকল্প শ্রেণিকক্ষও নির্মাণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন ধীরে ধীরে সুন্দর পরিবেশ ফিরে পাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এখন আনন্দময় পরিবেশে লেখাপড়া করছে।

এসএমসি ও ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ঝালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে অবস্থিত ঝালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষক এবং ২৫৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বিদ্যালয়ে একটি সাইক্লোন শেল্টার আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান সড়কের দক্ষিণ ও পশ্চিমপাশে সীমানা প্রাচীর দেওয়া আছে; কিন্তু পূর্বপাশের সীমানা বরাবর প্রাচীর ছিল না। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনাসাপেক্ষে বিদ্যালয়ের সীমানা মাপা হলো। পূর্বপাশে বিদ্যালয়ের কিছু জায়গা সীমানার বাইরে থাকায় এসএমসি ও অন্য সকলে আলোচনাসাপেক্ষে আয়তন মেপে নেওয়াতে বিদ্যালয়ের সীমানা কিছুটা বৃদ্ধি পেল। পূর্বদিকের সীমানা প্রাচীরের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এসএমসি'র সভাপতি মুশিবুর রহমান ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এক লক্ষ টাকার একটি বরাদ্দ আনতে সক্ষম হন এবং বাকি টাকা তিনি নিজ তহবিল থেকে খরচ করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন করেন। সীমানা প্রাচীর দেওয়াতে বিদ্যালয়ের পরিবেশ আরও

সুন্দর হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভিতরে অবাঞ্ছিতদের প্রবেশ বন্ধ হয়েছে। সীমানা প্রাচীরে রং করা হয়েছে এবং এসএমসি'র সকল সদস্য মিলে সীমানা প্রাচীরে বিভিন্ন নীতিবাক্য লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মমতাজ খাতুন, বনশ্রী ভান্ডারী

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া

হবিগঞ্জের সদর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানাবিধ কাজ করে যাচ্ছে। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত এসব কাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বিদ্যালয়ে এসেছে পরিবর্তন। তেমনি একটি বিদ্যালয়ের নাম নোয়াবাদ-বালিহাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি লস্করপুর ইউনিয়নের ১৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি। নোয়াবাদ-বালিহাটা বিদ্যালয়ের মাঠ অনেক দিন ধরে ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সমাবেশ আয়োজনে কষ্ট হতো। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করেন। সকলে মিলে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করেন। চেয়ারম্যান বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। কিন্তু এ কাজে অনেক সময়ক্ষেপণ হওয়ায় স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার দ্রুত মাঠ ভরাটের উদ্যোগ নেন। তার উদ্যোগে মাঠ ভরাট শুরু হয় এবং কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। মাঠ ভরাট করার ফলে এখন শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারে। বিদ্যালয়ে আছে শিক্ষার্থীদের জন্য দোলনা ও স্লিপার। এখন একটাই লক্ষ্য বিদ্যালয়ের সামনে ফুলের বাগান তৈরি করা। এক্ষেত্রে কমিউনিটি

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তারা বিদ্যালয়ে একটি বাগান করবে। কমিউনিটির নানাবিধ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসএমসি সভাপতি নিজের উদ্যোগে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস তৈরি করে দিয়েছেন। এর ফলে বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও এসএমসি'র একটাই কথা, 'আমাদের বিদ্যালয়কে ইউনিয়নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠরূপে তৈরি করব'।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কিছু অভিনব উদ্যোগ

কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রমের ফলে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে এমন একটি বিদ্যাপীঠের নাম লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির অবস্থান হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নে। লস্করপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা যেমন সচেতন হয়েছে, ঠিক তেমনি হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিবর্তন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের দেয়ালে লেখা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠদের নাম, আঁকা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ আয়োজিত মা সমাবেশে ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ হেলাল মিয়া বিদ্যালয়ে প্রদান করছেন পাঠসহায়ক শিক্ষা উপকরণ। শ্রেণিভিত্তিক এই উপকরণ দিয়ে প্রতিনিয়ত পাঠদান চলছে। এছাড়াও হেলাল মিয়া বিদ্যালয়ে একটি গেট নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলো সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বিদ্যালয়ে আছে দুটি ফুলের বাগান। এখন শিক্ষার্থীরা বলে, বিদ্যালয়ে এসে আমরা

আনন্দ পাই। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, আমারা সবাই যদি এভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে এগিয়ে আসি তাহলে এগিয়ে যাবে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা।

বিদ্যালয়ের ফুলের বাগান পরিচর্যা করায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আনন্দ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেডের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জের চারটি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্যক্রম চলছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এলাকার বিদ্যালয়কে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে সৈয়দাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আব্দুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এই দুটি বিদ্যালয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ফুলের বাগান করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও বাগান তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করে। দুঃখজনক হলো, সাম্প্রতিককালের অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে ভবনসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফুলের বাগান। অনেক গাছ মরে গেছে, অনেক আগাছা জন্মেছে। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মন খারাপ হয়েছে। তাই বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নতুন গাছ লাগানো ও আগাছা পরিষ্কার করতে লেগে গেছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরাও নিজ হাতে বাগানের পরিচর্যা করেছেন। এমন পরিবেশ দেখে মনে

হয়েছে, বাগানের পরিচর্যা করাতেই যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আনন্দ! অভিভাবকরাও তাদের কাজে সহযোগিতা ও প্রশংসা করেছেন।

মাহফুজুর রহমান, কাজল সমাদ্দার

বেইসলাইন প্রতিবেদন

হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

পূর্বধলা, নেত্রকোনা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্মএলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে হোগলা ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের মার্চ মাসে নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী হোগলা ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৮,৪১৩টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৬,৭৩৬টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩৭,০৭৭ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ৩১,৪৯৮ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৪.৪১ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৬৮ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১০,২৭৪ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৫,০৪৬ জন এবং ছেলে ৫,২২৮ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৬,৮২৩ জন (মেয়ে ৩,৩৮১, ছেলে ৩,৪৪২)। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৬,৩৫৭ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ৩,১৯০ জন এবং ৩,১৬৭ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছরের নিচে	২,৫৪৩	২,৭০৯	৫,২৫২	৪৮.৪২
৬ – ১২ বছর	৩,৩৮১	৩,৪৪২	৬,৮২৩	৪৯.৫৫
১৩ থেকে ১৮ বছর	২,১৫৪	২,৭২৫	৪,৮৭৯	৪৪.১৫
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৭,১৪০	৭,০৭৮	১৪,২১৮	৫০.২২
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,৯২৭	২,০০২	৩,৯২৯	৪৯.০৫
৬০+ বছর	৯৩৮	১,০৩৮	১,৯৭৬	৪৭.৪৭
মোট:	১৮,০৮৩	১৮,৯৯৪	৩৭,০৭৭	৪৮.৭৭

তথ্যসূত্র: হোগলা ইউনিয়ন খানাজরিপ, মার্চ ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী হোগলা ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ৮১ জন। অনার্স পাস করেছেন ১২৪ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ২৫৬ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৮২৩ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,২১১ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,০৩৪ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৫২৫ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৬,০৬৯ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৬,৬৫৬ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)				
৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	৩,১৬৭	৩,১৯০	৬,৩৫৭	৯৩.১৭
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু	২৭৫	১৯১	৪৬৬	৬.৮৩
মোট:	৩,৪৪২	৩,৩৮১	৬,৮২৩	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৫৩৫	২,৪৮২	৫,০১৭	৯৪.৩৫
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩,৪৯৭	৩,৪৮০	৬,৯৭৭	৯২.৮৭
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩৩০	২৯০	৬২০	২৯.৩৪

তথ্যসূত্র: হোগলা ইউনিয়ন খানাজরিপ, মার্চ ২০১৪

বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী হোগলা ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৪৬৬ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৪ জন শিশু রয়েছে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। এরপর ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৭২ জন এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৬৭ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৭৯ জন (মেয়ে ৪০, ছেলে ৩৯) প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৪৪ জন (মেয়ে ২৫, ছেলে ১৯) বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৫৫.৬৯ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৭৯.৪৮ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৪৮.২ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ৩৮.৮ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৪.১ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। অন্য উপজেলায় পড়ালেখা করে ৮.৯ শতাংশ শিশু।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

হোগলা ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,১৫৪ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৫২৬ জন এবং ছেলে ৬২৮ জন। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে সকল শ্রেণিতে ছেলে শিক্ষার্থীদের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থী বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট ১,২৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে ৬৩৯ জন ও ছেলে ৫৯৮ জন। তৃতীয় শ্রেণিতে ৫৫১ জন মেয়ে শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৫৩৯ জন ছেলে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে ৫০৭ জন মেয়ের বিপরীতে ৩৬৮ জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৭৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১০ জন মেয়ে ও ৩২৭ জন ছেলে।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

হোগলা ইউনিয়নের ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৫৯.৩ শতাংশ। ৬টি আধাপাকা (২২.২ শতাংশ) এবং ৫টি কাঁচা (১৮.৫ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৫টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ১৮.৫ শতাংশ। ১২টি (৪৪.৫ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ১০টি (৩৭ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

হোগলা ইউনিয়নের ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ২৯.৬ শতাংশ। ১৫টি বিদ্যালয়ে (৫৫.৬ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে। ৪টি (১৪.৮ শতাংশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো টয়লেট ব্যবস্থা নেই।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা					
বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৮	২৯.৬	ব্যবহার উপযোগী	১১	৪০.৭
উভয়েই ব্যবহার করে	১৫	৫৫.৬	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	৯	৩৩.৩
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	৩	১১.২
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৪	১৪.৮	টয়লেট নেই	৪	১৪.৮
মোট	২৭	১০০	মোট	২৭	১০০

তথ্যসূত্র: হোগলা ইউনিয়ন খানাজরিপ, মার্চ ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

হোগলা ইউনিয়নে ৮,৪১৩টি খানায় মোট ৩৭,০৭৭ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ৩৮.২ শতাংশ পরিবার খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৪.৩৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের বিবেচনায় হোগলা ইউনিয়নের অবস্থান খুব একটা ভালো নয়। বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা খুব কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৬,৬৫৬ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে হোগলা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

মেহেরপুরের পুরন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বদলে গেছে বিদ্যালয়গুলো। পুরন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর ছিল না, ছিল না বিদ্যুৎ। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও সোলার বিদ্যুৎ স্থাপনে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগে দেনদরবার করে। ফলে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করে দিয়েছেন। এর ফলে শ্রেণিকক্ষ ও অফিসকক্ষে কয়েকটি লাইট ও ছোট ছোট ফ্যান-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শতভাগ ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করছে, শ্রেণিকক্ষগুলো আকর্ষণীয় করে সাজানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিনা খাতুন বলেছেন, এসএমসি, ইউনিয়ন পরিষদ ও এডুকেশন ওয়াচ

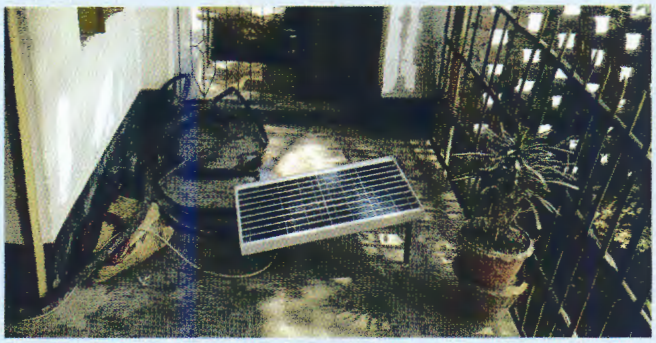

গ্রুপ বিদ্যালয়ের সার্বিক সফলতায় বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় সরকার তাকে বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

সাদ আহম্মেদ

শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন খামার ধনারুহা দাখিল মাদ্রাসার সুপার এম. এ. ওয়ারেছ

শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন খামার ধনারুহা দাখিল মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট এম. এ. ওয়ারেছ। গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের খামারধনারুহা গ্রামের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খামারধনারুহা দাখিল মাদ্রাসা, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। এ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৬৫ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ২১ জন। শিক্ষার্থীদের এবতেদায়ী পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ। এ মাদ্রাসার অবকাঠামো এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় পূর্বের চেয়ে উন্নত হয়েছে। মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট এম. এ. ওয়ারেছ উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষাসফর থেকে এসে তিনি পাঠদানে কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ এবং মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সবজি চাষ ও ফলগাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি মাদ্রাসায় একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করেন। মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার শিক্ষাসফর ও বিভিন্ন কর্মশালায় গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে, আমি তা মাদ্রাসায় কাজে লাগিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন করতে চাই।

রিতি আক্তার

ভোলার চরসামাইয়ার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শামীম এখন স্কুলে যাচ্ছে

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের সাহেবের চর গ্রামের মোঃ কামাল মিয়া ও কুলসুম বিবির ঘরে জন্ম নেয় শামীম। এতে আত্মীয়স্বজন সকলেই খুব খুশি। কিন্তু কামাল মিয়ার পরিবারে সেই খুশি বেশি দিন টিকে থাকেনি। শামীম বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়তে থাকে ওর প্রতিবন্ধিতা। কথা বলতে জড়তা, কানে কম শোনা, ক্ষীণদৃষ্টি, হাঁটাচলায় সমস্যাসহ বহু সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে শামীম। শৈশব থেকেই লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল শামীমের। কিন্তু পরিবারে অভাব ও অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়নি শামীমের। শামীমের কথা জানতে পারেন চরসামাইয়া ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা। ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ হুমায়ুন কবির, মোঃ আবদুল জলিল ও শাহিদা বেগমসহ আরও কয়েকজন

শামীমের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শামীমকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কথা বলেন। তারা কথা বলেন ক্যাচম্যান্ট এলাকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র সাহার সঙ্গে। ইতোপূর্বে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার প্রতি অনেক সচেতন ও আন্তরিক হয়েছেন। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শামীমকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় শামীম। অন্য শিক্ষার্থীদের মতোই সে এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়ে সবার সঙ্গে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করে আনন্দে সময় কাটছে শামীমের। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে শামীম।

হারুন উর রশীদ, নাহিদ আহমেদ তারেক

কম্পিউটার বিষয়ে লেখাপড়া করার স্বপ্ন দেখছে ইসমতারা

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ইসমতারা। তার বয়স ৯ বছর। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ময়ামারী গ্রামে তার বাড়ি। বাবার নাম মোঃ ইসলাম আলী, মা ছাদেকা বেগম। তারা এক ভাই ও এক বোন। দুই ভাই-বোনের মধ্যে সে বড়। তার বাবা রিকশাচালক।

ইসমতারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। সে ময়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বয়সের তুলনায় তার বুদ্ধি কম। তারপরও শিক্ষকরা ২০১৭ সালে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করে। কিন্তু অসচ্ছল ও লেখাপড়া না জানা পরিবারের কেউ তার বিদ্যালয়ে আসার বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখে না। বিদ্যালয়ে তার সহপাঠীরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, শিক্ষকরাও তার পিছনে বেশি সময় দিতে পারেন না।

ময়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াহেদুল ইসলাম বলেন, যেভাবেই হোক আমরা তাকে প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনসাপেক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করব। তিনি জানান, ইসমতারার পরিবারের লোকজন এ বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। তাকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠায় না, ফলে সে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মাওলানা ওজিউর রহমান ও ইনছান আলীকে অবগত করেন।

এ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবুল কালাম ওয়াদুদ জানান, ইসমতারার বয়স অনুযায়ী তার তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার কথা, কিন্তু সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় পড়া মনে রাখতে পারে না। ভালোভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারে না, তাই সে বিদ্যালয়ে আসে না।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা ইসমতারার মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করে প্রতিবন্ধী শিশুকে বোঝা না ভেবে তাকে লেখাপড়া শেখানোর সম্ভাবনার কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনাসহ লেখাপড়ার খরচাদি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে দেওয়ার আশ্বাস দেন এবং তাকে খাতা-কলম কিনে দেন।

ইসমতারা এখন লেখাপড়ার প্রতি খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছে। সে বিদ্যালয়ে নিয়মিত হওয়ায় শিক্ষকরা যত্ন ও স্নেহ দিয়ে তাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইসমতারা আগের তুলনায় লেখাপড়ায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। তার স্বপ্ন সে বড় হয়ে কম্পিউটার বিষয়ে লেখাপড়া করবে।

সাদ আহম্মেদ, নাসিরা আক্তার

সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় মোশাররফ হোসেন

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ধনারুহা গ্রামের মো. মোশাররফ হোসেন। তার বয়স ১৩ বছর। তার বাবা মো. আব্দুর রহমান, মা মোছা. মোর্শেদা বেগম। তাদের প্রথম সন্তান মোশাররফ। সে জন্মগতভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী।

মোশাররফের বয়স যখন দুই বছর তখন তার মাথা হেলে থাকত, মুখ দিয়ে লালা পড়ত, সে উঠতে-বসতে পারত না। প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও তেমন ভালো ফল হয়নি। পরবর্তীকালে তার আর কোনো চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। মোশাররফের দরিদ্র পিতার আছে শুধু বসতভিটা, কোনো আবাদি জমি নেই। পেশায় তিনি ভ্যানচালক। শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে ভ্যান চালানো বন্ধ রাখতে হয়। তার আরো দুইটি সন্তান রয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে মোশাররফ বড় হতে থাকে। তার মধ্যে পড়ালেখার তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মোশাররফের বাবা-মায়ের তেমন আগ্রহ ছিল না। মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এই সংবাদ পায়। ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে মো. মোস্তাফিজুর রহমান মোশাররফকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য বাবা-মাকে উৎসাহিত করে। এক পর্যায়ে মোশাররফ ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এখন সে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মোশাররফের রোল ১৮। মা এবং ছোট বোনের সাহায্যে মোশাররফ বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করে।

আর দশটি শিশুর মতো মোশাররফের ইচ্ছা সে লেখাপড়া শিখে নিজের পরিবর্তন ঘটাবে। সমাজে সে বোঝা হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। মোশাররফের ইচ্ছা, সে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। সে লেখাপড়া শেষ করে সরকারি চাকরি করবে এবং বাবা-মায়ের সংসারের অভাব মোচন করবে।

রিতি আক্তার

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd